43

তারিখ ... 01 NOV 1998
পৃঃ ১০ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

ঠাকুরগাঁয়ের ২টি সরকারী কলেজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ॥ ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে অবস্থিত দুইটি সরকারী কলেজ বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংকট, শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুমের স্বল্পতা ও লাইব্রেরী সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

১৯৫৯ সালে বিডি কলেজ নামে যে কলেজটি ঠাকুরগাঁও হাইস্কুলের হলরুমে নাইট কলেজ হিসাবে শুরু হয়, সেইটিই বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ। আরেকটি হইতেছে সরকারী মহিলা কলেজ। প্রাক্তন মন্ত্রী মির্জা রুহুল আমিনের চেষ্টায় ১৯৭৬ সালে কলেজটি স্থাপিত হয়।

দুইটি সরকারী কলেজেই চলিতেছে ছাত্র-ছাত্রী সংকট। চলতি বৎসর ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে অনার্স চালু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। তবে সরকারী মহিলা কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অর্ধেক।

ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষসহ মোট ৫৮টি শিক্ষকের পদ রহিয়াছে (অনার্স চালুর পূর্বে)। কিন্তু আছে মাত্র ৩৭ জন। একমাত্র বাংলা ও অর্থনীতি বিভাগ ছাড়া সব বিষয়েই শিক্ষকের সংখ্যা কম। ইহার মধ্যে ইংরেজী উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিভাগে মাত্র দুইজন করিয়া শিক্ষক আছেন। ইসলামের ইতিহাস, হিসাববিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানেও ১ জন করিয়া শিক্ষকের পদ শূন্য। ২ জন লাইব্রেরীয়ানের মধ্যে ১ জনও নাই। সরকারী মহিলা কলেজের অবস্থাও তাই। ৩৩ জনের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষকের পদই শূন্য। ইংরাজী, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে এই কলেজের জন্মলগ্ন হইতেই ৩ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক আছেন। বাংলা, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অংক বিষয়ে মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক আছেন। এই কলেজে মাত্র ১ জন উচ্চমান সহকারী ও ১ জন নিম্নমান সহকারী। এই দুইজনকেই কলেজের সমস্ত দাপ্তরিক কাজ করিতে হয়।

জেলা শহরের এই দুইটি সরকারী কলেজে শিক্ষকের অপ্রতুলতার জন্য ও অন্যান্য কারণে পড়াশুনার অবস্থা করুণ। সরকারী ডিগ্রী কলেজে ঠিকমতো ক্লাস হইতেছে কিনা তাহা দেখার জন্য একটি পরিদর্শক দল আছে। কিন্তু এই দল কার্যকর ভূমিকা রাখিতেছে না। মহিলা কলেজে কোন ডেমোনেস্ট্রেটর নাই। তাই প্রাকটিক্যাল ক্লাস হয় নাম মাত্র। ঠাকুরগাঁও সরকারী ডিগ্রী কলেজে কোন লাইব্রেরী ভবন নাই। একটি ক্লাস কক্ষে লাইব্রেরী চলিতেছে। এখানে ডিগ্রী পর্যায়ের বিজ্ঞান গবেষণাগার নাই। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের একটি পুরাতন গবেষণাগারে কোন রকমে বিএসসি প্রাকটিক্যাল ক্লাস হয়। আশেপাশের নতুন ও ছোট কলেজে কম্পুটার সরবরাহ করা হইলেও ঐতিহ্যবাহী এই কলেজে তাহা সরবরাহ করা হয় নাই। কলেজের কোন সীমানা প্রাচীর না থাকায় কলেজের সম্পত্তি রক্ষা করা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে অনেক জমি বেহাত হইয়াছে। ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের কোন অডিটরিয়াম নাই; নাই প্রশাসনিক ভবন। মেয়েদের জন্য কোন বিশ্রামাগার নাই। একটি ক্লাসরুমকে বিশ্রামাগার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মেয়েদের বারান্দায় দাড়াইয়া থাকিতে হয়। এই কলেজে ছাত্র সংসদ না থাকায় ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ। ১৯৯৪ সালে সর্ব শেষ ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। ইহার পর আর কোন নির্বাচন হয় নাই। সরকারী মহিলা কলেজে কোন ছাত্রী সংগঠন নাই।

ঠাকুরগাঁও সরকারী ডিগ্রী কলেজে বিভিন্ন কারণে পড়াশুনার পরিবেশ নাই। পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতাই মূলতঃ এই জন্য দায়ী। তাই ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হইতে চায় না। তবে এই বৎসর অনার্স চালু হওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।